ঢাকা, ১২জুন ২০০৯

জলবায়ু তহবিল (MDTF) ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব ব্যাংক-এর খবরদারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচী

বাংলাদেশের জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব ব্যাংক-এর কতৃত্ব ও খবরদারী বাতিল কর

প্রিয় মহোদয়,

১. আমরা, ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়াকিং গ্রুপ বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি), ১৪৫টি বিভিন্ন নাগরিক গণআন্দোলন, পেশাজীবি সংগঠন ও ৩৭০০ বেসরকারী সংগঠনের প্রতিনিধিবর্গের পক্ষে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার কতৃক গঠিত Multi Donor Trust Fund (MDTF) এর ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে দেশের সাধারন জনগন, সচেতন নাগরিক সমাজ, সংবাদ মাধ্যম কমী, পেশাজীবি ও উন্নয়ন নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

২. আপনারা অবগত আছেন যে, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুকি মোকাবেলায় সরকার দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগিদের সহযোগিতায় Multi Donor Trust Fund (MDTF) গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করে । ইতোমধ্যে এ তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য 'খসড়া কনসেপ্ট নোট' প্রণয়ন করা হয়েছে। MDTF এর 'খসড়া কনসেপ্ট নোট' এ বংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ তহবিল পরিচালনা ও তদারকীর দায়িত্ব বিশ্ব ব্যাংককে দেয়ার প্রস্তাব করেছে।

৩. প্রণীত প্রস্তাবনা অনুসারে বিশ্ব ব্যাংক তহবিল ব্যবস্থাপনা ও তদারকীর পাশাপাশি MDTF এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পও বাস্তবায়ন করবে । এছাড়াও MDTF এর তদারকী ফি হিসেবে বিশ্ব ব্যাংক প্রায় ৮ মিলিয়ন ডলার পাবে। দেশের জলবায়ু পরিবর্তন ঝুকি মোকাবেলা তহবিল ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব ব্যাংক-এর এ ধরণের কতৃত্ব সর্বোতভাবেই অন্যায্য ।

৪. উক্ত MDTF এ বাংলাদেশ সরকারও অর্থায়ন করেছে। প্রারম্ভিক ভাবে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ সরকার ৩০০ কোটি টাকা (২৩ মিলিয়ন পাউন্ড) দিচ্ছে, যেখানে যুক্তরাজ্য সরকার আগামী পাঁচ বছর সময়ে প্রদান করবে ৬০ মিলিয়ন পাউন্ড। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো বাংলাদেশ সরকারের প্রদেয় অর্থের উৎস কি? এবং বাংলাদেশ সরকার কেন এই অর্থ দেবে? এটা হয়তোবা সরকারের রাজস্ব আয় থেকে অথবা সরকারের আন্তর্জাতিক বা আভ্যন্তরীন উৎস থেকে ঋণ গ্রহন করে দেয়া হবে। কিন্তু বিভিন্ন বহুপাক্ষিক রাজনৈতিক আলোচনায় বিশেষ করে IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ও UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) এর বালি সম্মেলনসহ বিভিন্ন নীতিগত দলিলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, যেহেতু উচ্চতর কার্বন উদ্গীরণের জন্য উন্নত দেশগুলো দায়ী, সুতরাং উন্নত দেশগুলোকেই এর ক্ষতিপুরণ দিতে হবে এবং যে অর্থটা তারা এ খাতে দেবে তা তাদের ইতিমধ্যে দেয় উন্নয়ন সাহায্যের জন্য প্রতিজ্ঞা (GNP এর ০.৭%) এর বাইরে হতে হবে। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের টাকা প্রদান সম্পুর্নভাবে অযৌক্তিক। এ টাকার জন্য বাংলাদেশকে হয়তো আরো ঋণ গ্রস্থ হতে হবে অথবা বাংলাদেশ সরকারকে তার গুরুত্বপুর্ণ জনসেবা খাতে আর্থায়ন বাধাগ্রস্থ করবে। যে সমস্যার জন্য বাংলাদেশ মোটেও দায়ী নয়, সেই সমস্যা মোকাবেলার জন্য দেশের অর্থায়ন করাটা উচিত হবেনা বলে আমরা মনে করি।

৫. আমরা যদি বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের দিকে তাকাই, দেখা যাবে ২০০৭ এ বৈদেশিক দেনা পরিশোধ বাবদ ১.৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হয়েছে, যা কিনা সরকারের রাজস্ব ব্যয়ের ১৮% এর মতো। এটা আমাদের জিডিপির ২.৪%। সরকার ২০০৮-২০০৯ এ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য জাতীয় বাজেটে যে টাকাটা রেখেছে তার চেয়ে ৩৫ গুন বেশী। বাৎসরিক বাজেটে কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে যে বরাদ্ধ রেখেছে তার চাইতেও এই অর্থ বেশী। প্রকৃত অর্থে বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্ধ কমার দিকে। যে ভাবে ২য় পিআরএসপিতে দেখানো হয়েছে ২০০৯ - ২০১১ তে বাৎসরিক দেনা পরিশোধের হার রাজস্ব ব্যয়ের ২৫-৩০% ছাড়িয়ে যেতে পারে। দেনা পরিশোধের এই বোঝা অবশ্যই আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা খাত সহ অন্যান্য জনসেবা খাত থেকে সরকার টাকা তুলে আনতে বাধ্য হবে, অথচ যখন আমাদের ঐসব খাতে আরো বেশী পরিমান টাকার দরকার বিশেষ করে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য সহ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য।

৬. উপরের অবস্থাদৃষ্টে আমাদের অনেকের মনে হয় যে, উন্নয়ন সহযোগী বিশেষ করে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান সমুহের মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ দেখা নয়, তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত পাওয়া। আমরা আপনাদেরে এটা অবগত করতে চাই যে, জলবায়ু তহবিল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষযক সেপ্টেম্বর ২০০৮ এ লন্ডনে অনুষ্ঠিত

সম্মেলনের পর আমরা সংবাদ সম্মেলন ও সেমিনার এর মাধ্যমে সাবেক অর্থ উপদেষ্টার উক্ত প্রস্তাবনার বিরোধিতা করেছিলাম, কারণ তিনি সে সম্মেলনে প্রকাশ্যে দেশের জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় বিশ্বব্যাংক-এর অর্ন্তভূক্তি প্রস্তাব করেছিলেন। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর ২০০৮ অবধি একটি প্রচারাভিযানের মাধ্যমে দেশ বিদেশের গুরুত্বপুর্ণ প্রায় ১৪৫ সংগঠন ও ৩৭০০ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে স্বারকলিপি ও পোস্ট কার্ড সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন ও ব্রিটিশ সরকারের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত মাননীয় মন্ত্রী মি: ডগলাস আলেক্সজান্ডার এর কাছে ডাকযোগে পাঠিয়েছিলাম। ঐ সময় বিষয়টি প্রভুতভাবে গনমাধ্যমে এসেছিল, এমনকি কিছু জনপ্রিয় পত্রিকা এ বিষয়ে সম্পাদকীয়ও লিখেছিল। এ সকল তথ্য **www.equitybd.org**. তে পাওয়া যাবে। আমরা মনে করি যে, বর্তমান নির্বাচিত সরকার জনমতের এইসব প্রতিফলনকে যথাযত গুরুত্ব প্রদান করবেন।

৭. আমরা এধরণের একটি অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় MDTF তহবিল তৈরীর এবং এর ব্যবস্থাপনার জন্য বিশ্ব ব্যাংককে অন্তভুর্ক্তির প্রস্তাব করার প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করছি, কারণ, (ক) এটা আন্তর্জাতিকভাবে সর্বসম্মত জলবায়ু অর্থায়নের “Polluter pay and exploiter pay principle” এর বিরুদ্ধে (খ) এটা বিশ্ব ব্যাংককে বিশ্বের অন্যান্য জলবায়ু ঝুঁকি সম্পন্ন দেশের তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পেতে বাংলাদেশকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ দেবে, (গ) এই তহবিল ব্যবস্থাপনার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশকে আরো অধিকতর ভাবে বাচবিচার বিহীন ব্যাক্তিখাতকরণ ও উদারীকরণ (Privatization and Liberalization) চাপিয়ে দেবে। যা কিনা ইতিমধ্যে আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঐ সব শর্তগুলো আমাদের মতো দেশে দারিদ্রতা পুনরোৎপাদনের মুল কারণ।

৮. আমরা বিশ্বাস করি যে, (ক) বাংলাদেশ সরকার একক ভাবে ঐ ধরনের একটি তহবিল ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক মালিকানা ভিত্তিতে চালিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম। গণতান্ত্রিক মালিকানা (Democratic ownership) এর অর্থ হচ্ছে, যেখানে তহবিল পরিচালনায় সরকারী প্রতিনিধিত্বের সাথে নাগরিক সমাজ, প্রান্তিক ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির প্রতিনিধিত্ব থাকবে (খ) জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা অবশ্যই অংশগ্রহণমুলক ভাবে রাজনৈতিক সরকার ও নেতৃত্বের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে প্রস্তুত হতে হবে এবং এর জন্য সরকারকে অবশ্যই পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে (গ) সবার উপরে আমরা মনে করি যে, বিষয়টি যেন স্বচ্ছতার সাথে মোকাবেলা করা হয়। জাতীয় গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হবার কারণে আমরা মনে করি যে, বিষয়টি সংসদে আলোচনা করা উচিত এবং জনসমক্ষে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা উচিত।

আমরা দেশের জাতীয় কোন তহবিল ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব ব্যাংক-এর মত দুর্ণীতিগ্রস্থ অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের অযাচিত হস্তক্ষেপ ও কতৃত্ব কোনভাবেই সমর্থন করি না।

আমরা আশা করি, সরকার উপরোক্ত বিষগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন।

ধন্যবাদসহ । বিনীত

রেজাউল করিম চৌধুরী, আহবায়ক

মোঃ সামসুদ্দোহা, সাধারন সম্পাদক

ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়াকিং গ্রুপ বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি)
mwPevjq ewo 9/4, moK 2. k¨vgjx, XvKv-1207, †dvb : 8125181, 8154673, d¨vK : 9129395,
B‡gBj : info@equitybd.org, I‡qe mvBU : www.equitybd.org.